মেহেরপুরের ইটভাটা; রাজস্ব আর ছাড়পত্রের জটলা

মেহেরপুর জেলার ইটভাটাগুলো যেন একই আগুনে পোড়ানো হলেও রাষ্ট্রের কাছে তাদের পরিচয় এক নয়। জেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর ও রাজস্ব (কাস্টমস) বিভাগ তিন দপ্তরের তিন রকম হিসাব, তিন রকম অবস্থান। এর ফাঁকে নির্বিঘ্নে চলেছে অধিকাংশ অবৈধ ইটভাটা, আর দায়ের ভার পড়ছে পরিবেশ ও সাধারণ মানুষের ঘাড়ে।

জেলা প্রশাসনের নথিতে ইটভাটার সংখ্যা ১০৩টি। পরিবেশ অধিদপ্তরের হিসেবে তা ১১৩টি। অথচ রাজস্ব বিভাগের হিসাবে ভাটার সংখ্যা মাত্র ৬৮টি। পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্যমতে ১১৩ ভাটার মধ্যে বর্তমানে চালু রয়েছে ৭৮টি ইটভাটা, যার মধ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র আছে মাত্র দুটি ভাটার। বাকি ভাটাগুলো কীভাবে বছরের পর বছর উৎপাদনে রয়েছে- সেই প্রশ্নের জবাব স্পষ্ট নয়। ছাড়পত্র নেই, তবু রাজস্ব আদায় হচ্ছে বছরের পর বছর ধরে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা শেখ কামাল মেহেদি স্বীকার করেন, ছাড়পত্র না থাকা সত্ত্বেও ইটভাটা থেকে ভ্যাট আদায় করা হচ্ছে। তাঁর ভাষায়, এতে এক ধরনের বৈধতা দেওয়া হচ্ছে, যা পরিবেশ আইনের পরিপন্থী। তবে প্রশ্ন উঠেছে— যদি ভাটাগুলো অবৈধ হয়, তাহলে সেগুলো থেকে নিয়মিত রাজস্ব আদায় হচ্ছে কীভাবে? রাজস্ব কর্মকর্তা মো. মোফাজ্জেল হোসেন জানান, চলতি অর্থবছরে ইটভাটা খাত থেকে ৪ কোটি ৩৯ লাখ টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। তবে পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান ও জরিমানার কারণে ভাটা মালিকেরা রাজস্ব প্রদানে অনাগ্রহী হয়ে পড়ছেন বলেও তিনি দাবি করেন।

ভাটা মালিকদের অভিযোগ আরও গুরুতর। তাদের দাবি, বিভিন্ন সরকারি দিবস ও প্রশাসনিক কর্মসূচি পালনে জেলা প্রশাসন নিয়মিতভাবে তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা নেয়। অথচ একই প্রশাসন আবার পরিবেশ অধিদপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে মোটা অঙ্কের জরিমানা করছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ভাটা মালিক বলেন, আমরা নিয়ম মেনে ছাড়পত্র নিতে চাই। আবেদন করেছি। কিন্তু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই বলা হয়, আবার কী লাগবে তাও স্পষ্ট করে বলা হয় না। এভাবে ছাড়পত্র না দিয়ে আমাদের অবৈধ বানিয়ে রাখা হচ্ছে।

ছাড়পত্র ছাড়া ভাটা চালু থাকলে কীভাবে নিয়মিত উৎপাদন চলছে?

ছাড়পত্রবিহীন ভাটা থেকে ভ্যাট আদায় বন্ধে কেন উদ্যোগ নেই? চলতি মাসে পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন ও কাস্টমস বিভাগের যৌথ অভিযানে ১০টি ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে ২৫ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। অভিযানের পরপরই ইটের বাজারে এর প্রভাব পড়েছে। ক্রেতাদের অভিযোগ, কয়েকটি ইটভাটায় জরিমানার অজুহাতে প্রতি হাজার ইটে দাম বাড়ানো হয়েছে ২ হাজার টাকা করে। এক নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবসায়ী বলেন, আইনের ব্যর্থতার খেসারত আমাদের দিতে হচ্ছে। জরিমানা হয় ভাটায়, দাম বাড়ে ইটের বাজারে।

জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সভায় ইটভাটার বৈধতা, ছাড়পত্র ও রাজস্ব আদায় নিয়ে আলোচনা হলেও কোনো কার্যকর সিদ্ধান্ত আসেনি। পরিবেশ রক্ষা না রাজস্ব আদায়— কোনটি অগ্রাধিকার পাবে, সেই নীতিগত সিদ্ধান্ত এখনো ঝুলে আছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দপ্তরগুলোর এই দ্বৈতনীতি ইটভাটাগুলোকে আইনের ফাঁক গলে টিকে থাকার সুযোগ করে দিচ্ছে। আর সেই ফাঁকে নষ্ট হচ্ছে কৃষিজমি, দূষিত হচ্ছে বাতাস, বাড়ছে নির্মাণ ব্যয়। মেহেরপুরের ইটভাটার চুল্লিতে শুধু ইট নয়— পুড়ছে প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা, আইনের শাসন আর জনস্বার্থ। প্রশ্ন, এই আগুন নেভাবে কে?

পরিবেশগত ছাড়পত্র না থাকলে ভাটা নিবন্ধন বৈধ হয় কীভাবে? অবৈধ ভাটা থেকে রাজস্ব আদায় কি পরোক্ষ বৈধতা নয়? ইটভাটা মালিক সমিতি আইনগত মর্যাদা নেই (স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন)। জরিমানার অজুহাতে ইটের দাম বাড়ানো কতটা ন্যায্য? একটি ইটভাটা যদি পরিবেশ অধিদপ্তরের চোখে অবৈধ হয়, কিন্তু রাজস্ব বিভাগের খাতায় বৈধ করদাতা হয় তাহলে সেটি আইনসম্মত না অবৈধ? এই প্রশ্নের উত্তর না মিললে মেহেরপুরের ইটভাটার ধোঁয়ার সঙ্গে আইনের শাসনও ক্রমেই মিলিয়ে যাবে।

সিপিবি প্রার্থী অ্যাড. মিজানুর রহমানের মুজিবনগরে

গণসংযোগ

মেহেরপুর-১ আসনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মোহা. মিজানুর রহমান গতকাল রবিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী, বিশ্বনাথপুর ও শিবপুর এলাকায় গণসংযোগ করেন।

গণসংযোগকালে তিনি স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন, তাদের খোঁজখবর নেন এবং এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও জনদুর্ভোগের কথা শোনেন।

এসময় তিনি সিপিবির রাজনৈতিক দর্শন, নীতি ও কর্মসূচি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেন এবং আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করেন।

গণসংযোগে স্থানীয় সিপিবি নেতাকর্মী ও সমর্থকরাও উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে ছাত্রদলের নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুর পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডে মেহেরপুর-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী মাসুদ অরুনের দিকনির্দেশনা ও পরামর্শে প্রতিদিনের ধারাবাহিক ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে ধানের শীষের প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

এ কর্মসূচিতে মেহেরপুর পৌর ছাত্রদলের সভাপতি তৌফিক এলাহির নেতৃত্বে পৌর ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

প্রচারণাকালে নেতাকর্মীরা এলাকার মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে সাধারণ মানুষের খোঁজখবর নেন, কুশল বিনিময় করেন এবং জননেতা মাসুদ অরুনের সালাম ও শুভেচ্ছা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেন।

এ সময় এলাকাবাসীর মাঝে ব্যাপক সাড়া ও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

স্থানীয়রা ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে সক্রিয় অংশগ্রহণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুরে ৫ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুর পৌর যু্বদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে ৫ ও ৮নং ওয়ার্ডে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেলে পৌরসভার ৫ ও ৮ নং ওয়ার্ডে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা, গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মসূচিতে যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। আরো উপস্থিত ছিলেন ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মোঃ শহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইসলাম, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মকসেদ।

এসময় আরোও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি, যুগ্ম আহবায়ক শিমুল বিশ্বাস,যুবনেতা নাহিদ মাহাবুব সানী, হিরক ও চঞ্চল, পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব জারজিস ইউসুফ রমিক, ৫ নং ওয়ার্ড ছাত্রদল এর সভাপতি সারোয়ার হোসেন পাপ্পুসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

দুটি বিষয় অনুমোদনের চিঠি পেল মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বহুল প্রতীক্ষিত মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে দুটি বিষয়ে অনুমোদনের চিঠি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) থেকে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে।

রবিবার দুপুরের পর ইউজিসির ম্যানেজমেন্ট অনুবিভাগের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অতিরিক্ত পরিচালক ড. মহিবুল আহসান স্বাক্ষরিত চিঠি মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দীন এ বিষয়ে বলেন, “দীর্ঘদিনের চেষ্টার ফসল আজকের এই চিঠি। এই চিঠি হাতে পাওয়ার ফলে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম চালুর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।”

তিনি এ সময় জেলার সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন।

ইউজিসি কর্তৃক অনুমোদিত দুটি বিষয় হলো Faculty of Engineering and Technology অনুষদের অধীনে: Computer Science & Engineering (CSE) Faculty of Arts অনুষদের অধীনে: English Language & Communication Studies.

চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম চালুর প্রস্তুতি সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন (রিপোর্ট) দাখিল করার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে জামায়াতের কেন্দ্রীয় আমীরের আগমন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

আগামীকাল সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় আমীর ডা. শফিকুর রহমানের মেহেরপুরে আগমন উপলক্ষে জেলায় কর্মরত প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও মাল্টিমিডিয়া মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে আজ রবিবার (২৫ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় শহরের সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন। তিনি বলেন, জামায়াতের কেন্দ্রীয় আমীর ডা. শফিকুর রহমান নির্বাচনী কার্যক্রমে এর আগে কখনো মেহেরপুরে আসেননি। এটি মেহেরপুরবাসীর জন্য একটি আকাঙ্ক্ষিত আগমন। এ উপলক্ষে আমাদের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, শহরের প্রাণকেন্দ্র সরকারি হাই স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে সমাবেশের ভেন্যু নির্ধারণ করা হয়েছে। শহরের বাইরে থেকে আগত মানুষের গাড়ি শহরের ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। তারা শহরের বাইরে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে সমাবেশস্থলে আসবেন। এ বিষয়ে প্রশাসনের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে এবং তারা সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন, যাতে জনসাধারণের দুর্ভোগ না হয়।

ইকবাল হোসেন বলেন, মেইন রোড খোলা রাখা হবে, তবে কিছু পকেট রোড সাময়িকভাবে বন্ধ থাকতে পারে। আমাদের নিজস্ব ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি প্রশাসনের ট্রাফিক ব্যবস্থাও থাকবে। আমীরে জামায়াতের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি।

তিনি বলেন, আগামীকালের সমাবেশ মেহেরপুরবাসীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হবে। মেহেরপুরের যে সকল অপূর্ণতা রয়েছে, আমীরে জামায়াত তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে সেগুলো তুলে ধরবেন এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠন করলে সেগুলো বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি

ব্যক্ত করবেন।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় এবং সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি আগামী ২৬ জানুয়ারি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় আমীরের মেহেরপুর আগমন উপলক্ষে সকল সাংবাদিকদের উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়।

খুলনা মেডিকেলের প্রিজন সেলে মেহেরপুরের আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু!

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মেহেরপুর জেলা কারাগারের এক কয়েদির মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম গোলাম মোস্তফা (৫৫)। তিনি মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেল সুপার আমান উল্লাহ।

কারা কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত শনিবার সকালে গোলাম মোস্তফার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। পরে কারা কর্তৃপক্ষ তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে স্থানান্তর করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এর আগে শুক্রবার দিবাগত রাত ৩ টার দিকে গোলাম মোস্তফা কারাগারের ভেতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সে সময় তাকে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তবে অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় পরদিন সকালে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনায় পাঠানো হয়। স্ট্রোক জনিত কারণে

তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে স্থানীয় চিকিৎসকরা মনে করছেন বলে জানিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ।

কারা সূত্র ও নথি অনুযায়ী, গোলাম মোস্তফা মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার পিতার নাম সাইতুল্লাহ মণ্ডল। নথিপত্রে দেখা যায়, তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। এসব মামলার মধ্যে অন্তত তিনটি মামলায় তিনি জামিনে ছিলেন। তবে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, জামিনে থাকা অবস্থায় তাকে ২০২৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর দায়েরকৃত আরেকটি মামলায় আটক দেখিয়ে আদালতে হাজির করা হয়। পরে আদালতের আদেশে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর থানায় দায়ের করা বিভিন্ন এফআইআরে তার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৪৩, ১৪৭, ৪২৭, ৩৪১, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩০৭ ও ৫০৬ ধারাসহ একাধিক ধারায় মামলা রয়েছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেল সুপার আমান উল্লাহ বলেন, ‘শুক্রবার রাতে কয়েদি গোলাম মোস্তফা কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তবে অবস্থার অবনতি হলে শনিবার সকাল সাতটার দিকে তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেছেন বলে শুনেছি। তবে এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো চিঠি হাতে পাইনি।’

কয়েদির মৃত্যুর ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে বলে জানিয়েছে মেহেরপুর জেলা কারাগার কর্তৃপক্ষ।

মেহেরপুরে তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী মেলার

উদ্বোধন

কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে মেহেরপুরে কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী মেলার উদ্বোধন হয়েছে। রবিবার বেলা ১২টায় সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে এ কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শন মেলার উদ্বোধন করা হয়। ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। পরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এক বর্ণাঢ্য র্যালি আয়োজিত হয়। এ সময় মেলায় প্রদর্শনকৃত ১৪টি স্টল পরিদর্শন করেন তিনি।
সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: খায়রুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি কৃষকদের জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব। কৃষিকে টেকসই করতে প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগের বিকল্প নেই।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপ-পরিচালক কৃষিবিদ সনজীব মৃধা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ ইমদাদুল হাসান।
মেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ১৪টি স্টল স্থাপন করা হয়। এসব স্টলে উন্নত জাতের ফসল, আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ও কৃষিযন্ত্র প্রদর্শন করা হয়। মেলায় কৃষক ও সাধারণ মানুষের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।
পরিশেষে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির এবং সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: খায়রুল ইসলামকে সম্মাননা স্মারক দিয়ে আলোচনা সভার সমাপ্তি হয়।

গাংনীতে সেনাবাহিনীর অভিযানে

অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সিন্দুরকোটা গ্রামের একটি ভুট্টা ক্ষেত থেকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুটি রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

ভারত থেকে আসা এসব অস্ত্র গুলি গন্তব্যে পৌঁছুনোর আগেই তা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় সেনাবাহিনী। আজ রবিবার ভোরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গাংনী ক্যাম্পের এক বিশেষ অভিযানে এগুলো উদ্ধার করা হয়।

সেনাবাহিনীর অভিযান সুত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে অস্ত্র ও গুলি পাচার করে এনে তা গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পাচারকারীরা অস্ত্র ও গুলি সিন্দুরকোটা গ্রামের একটি ভুট্টা ক্ষেতে ফেলে রাখে। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা তৎপরতায় অস্ত্রের গন্তব্যে ও সম্ভাব্য অভিযান নিয়ে ছক করা হয়।

গাংনী সেনাবাহিনী ক্যাম্পের মেজর আহমেদ ফজলে রাব্বি নিলয় ও ক্যাপ্টেন মোল্লা রিফাত রায়হান পৃথক দুটি দল নিয়ে ভোরে অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় একটি ব্যাগের মধ্যে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় একটি ওয়ান সুটারগান, একটি বিদেশী পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন এবং ২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও গুলি গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে এ ঘটনায় কেউ আটক হয়নি।

“ন্যায় ইনসাফ ভিত্তিক একটি মানবিক কল্যাণ রাষ্ট্র গড়তে দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন”

জামায়াতে ইসলামী এদেশে ন্যায় ইনসাফ ভিত্তিক একটি মানবিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। সেজন্য দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ভোট

এবং দোয়া চাই। গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামে গণসংযোগকালে এ আবেদন জানান, জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা।

গতকাল বিকালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনিত প্রার্থী নামজুল হুদা ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)’র কেন্দ্রীয় যুগ্ম সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে নির্বাচনী গণসংযোগকালে এই আবেদন জানান। এসময় গাংনী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, এনসিপির জেলা সংগঠক ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সাবেক সদস্য সচিব মোজাহিদুল ইসলামসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নাজমুল হুদা বলেন, আমরা ন্যায় ইনসাফ ভিত্তিক একটি মানবিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। যেখানে নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব সবাই একসাথে বাস করতে পারেন। সাধারণ মানুষ অফিস আদালতে কোনো হয়রানি ও ঘুষ বিহীন তাঁদের সেবা পাবে। সমাজ থেকে ঘুষ দূর্নীতি ও মাদক বন্ধ হবে।

এসময় এনসিপির কেন্দ্রিয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদ বলেন, নতুন বাংলাদেশ গড়তে এবং ঘুষ দূর্নীতি চিরতরে উৎখাত করতে ১২ তারিখের নির্বাচনে গণতন্ত্রের পক্ষে হ্যাঁ ভোট দিন। তিনি বলেন, গণভোটে হ্যাঁ মানে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব সংস্কার ও নতুন সংবিধানের পক্ষে, হ্যাঁ মানে অধিকার নিশ্চিত, হ্যাঁ মানে জুলাই শহীদদের রেখে আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন, হ্যাঁ মানে ১৯৭১, ১৯৫২ আর ১৯৪৭ এর অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া।